দৈনিক সংবাদ

16 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৭ ...

012

মীর্জাগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

মীর্জাগঞ্জ, ১৩ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ দশা, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন উপকরণসহ নানা সমস্যায় মীর্জাগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে।

মীর্জাগঞ্জ উপজেলায় ৬০টি সরকারী ও ১৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, এখানে ৬০টি সরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টি বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ। এরমধ্যে অনেকগুলো বিদ্যালয় ভবন ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষিত হওয়া সত্বেও সেখানে ক্লাস চালানো হচ্ছে। বেসরকারী ১৫টি বিদ্যালয়কে আজ পর্যন্ত সরকারীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বেসরকারী ঐ সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্থানীয়ভাবে চাঁদা সংগ্রহে চলছে। ঐ বিদ্যালয়গুলোর ঘর আছে কোনরকম, কিন্তু ঘরের বেড়া নেই, দরজা নেই।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও বিস্তর সমস্যা বিরাজ করছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের তীব্র সংকট রয়েছে। রয়েছে শিক্ষকের অভাব। বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাঠ্যবই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বেশীর ভাগই পৌঁছে না বলেও অভিযোগ রয়েছে। স্কুলগুলোতে খাবার পানির সংকট রয়েছে ও খেলাধুলার কোন ব্যবস্থা নেই।

স্থানীয় শিক্ষা অফিসার জানান, আইডিএ প্রকল্পের আওতায় মীর্জাগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাড়তি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে অনেকগুলো। কিন্তু ঠিকাদারদের ব্যাপক দুর্নীতি ও কারচুপির কারণে ঐসব কক্ষ তৈরীর কিছুদিন পরই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

নির্মাণের পর তিন মাস না যেতেই--

নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার তিন মাস না যেতেই সতিরাম খালের ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়েছে। অপরদিকে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা না নিয়ে পুনরায় ব্রীজটি মেরামতে আরও ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন।

১৯৮৫ সালের গোড়ার দিকে গলাচিপা উপজেলার পরিষদ ত্রাণ ও পুনর্বাসন তহবিলের ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২টি পাকা ব্রীজ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়। এর মধ্যে গলাচিপা সদর ইউনিয়নে ১টি এবং অপরটি পানপট্টি ইউনিয়নে।

সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার উক্ত ব্রীজ নির্মাণের কার্যাদেশ পেয়ে টেণ্ডার বর্ণিত তফসিল অনুযায়ী পানপট্টির তুলাতলি খালে ব্রীজটি নির্মাণ না করে একই ইউনিয়নের সতিরাম খালের ব্রীজটি নির্মাণ করে। এতে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৫ লাখ ৭৩ হাজার ২শ ৩৮ টাকা। উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর কাজের তদারকি বা কাজের পরিমাণ পরিমাপ না করেই ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল প্রদান করেন। নির্মাণের তিন মাস না যেতেই ব্রীজটির একপাশ ধসে পড়ে এবং বাকী অংশে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে।